মেহেরপুরের স্টলে প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা

বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক শিক্ষা পদক ২০২৬ অনুষ্ঠানে মেহেরপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের স্টল পরিদর্শন করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এ সময় তিনি মেহেরপুর জেলার প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নচিত্র ঘুরে দেখেন এবং স্টলের উপস্থাপনা ও সার্বিক কার্যক্রমের প্রশংসা করেন।

মেহেরপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের স্টলের প্রতিনিধিত্ব করেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সুকুমার রায়। স্টল নির্মাণ ও উপস্থাপনায় সহযোগিতা করেন পিটিআই, মেহেরপুরের ইনস্ট্রাক্টর মো. আবুল কালাম আজাদ এবং জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ।

স্টলে মেহেরপুর জেলার প্রতিনিধিত্বকারী বিদ্যালয় হিসেবে অংশ নেয় বড়বাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের পক্ষে স্টল উপস্থাপন করেন সহকারী শিক্ষক শামীমা সুলতানা। এছাড়া তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী সালসাবিল আজাদ শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে স্টলের বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপন করেন।

মেহেরপুরে ধর্মীয় সম্প্রীতি ও স্থিতিশীল শান্তি প্রতিষ্ঠায় আন্তঃধর্মীয় সংলাপ অনুষ্ঠিত

ধর্মীয় সম্প্রীতি, পারস্পরিক সহনশীলতা এবং স্থিতিশীল শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মেহেরপুরে এক আন্তঃধর্মীয় সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। “সংঘাত নয়, শান্তি ও সম্প্রীতির বাংলাদেশ গড়ি” প্রতিপাদ্যে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের মাল্টি-স্টেকহোল্ডার ইনিশিয়েটিভ ফর পিস অ্যান্ড স্ট্যাবিলিটি (MIPS) প্রকল্পের আওতায় এবং ফরেন, কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস

(FCDO) এর অর্থায়নে গতকাল

বৃহস্পতিবার সকালে মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে এ সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মুজিবনগর পিএফজির সমন্বয়কারী মো. ওয়াজেদ আলী খান এবং সঞ্চালনা করেন পিস অ্যাম্বাসেডর সায়্যেদাতুন নেসা নয়ন।

সংলাপে প্রধান আলোচক ও অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বাবুল সূত্রধর, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) মো. সাইদুর রহমান, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মো. আনিছুর রহমান এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক মো. সিরাজুম মুনির।

অনুষ্ঠানে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের এমআইপিএস প্রকল্পের এরিয়া কো-অর্ডিনেটর এস. এম. রাজু জবেদ প্রকল্পের লক্ষ্য, কার্যক্রম এবং ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষায় নাগরিকদের ভূমিকা বিষয়ে একটি প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন। সার্বিক সমন্বয়ের দায়িত্বে ছিলেন ফিল্ড কো-অর্ডিনেটর মো. আশরাফুজ্জামান, রাজিয়া সুলতানা, শিহাব ও সুমী বিশ্বাস।

সংলাপে মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, নারী, তরুণ-তরুণী, পিস অ্যাম্বাসেডর এবং স্থানীয় নাগরিকরা অংশগ্রহণ করেন।

আলোচনায় বক্তারা ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষা, গুজব প্রতিরোধ, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং পারস্পরিক সহমর্মিতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

পিস অ্যাম্বাসেডর সিরাজ উদ্দীন বলেন, যে ব্যক্তি নিজের ধর্মকে সঠিকভাবে লালন ও পালন করেন, তিনিই প্রকৃত মুমিন। তিনি উল্লেখ করেন, সমাজের অন্যতম বড় দুর্বলতা হলো আইনের শাসন যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া, যা অনেক সময় সংঘাতের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মো. সাইদুর রহমান বলেন, “সবার উপরে মানুষ সত্য” এই মূল্যবোধ বাস্তবায়ন করা গেলে সমাজে সহিংসতার ঘটনা অনেকাংশেই কমে আসবে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক মো. সিরাজুম মুনির বলেন, ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখতে হলে কোনোভাবেই গুজবে কান দেওয়া যাবে না। প্রতিটি ধর্মের অনুসারীর সুখ-দুঃখে পাশে দাঁড়াতে হবে এবং উস্কানিমূলক বক্তব্য এড়িয়ে প্রকৃত তথ্য যাচাই-বাছাই করে পদক্ষেপ নিতে হবে।

সংলাপের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেন আজমুল হোসেন মিন্টু, সভাপতি, স্বেচ্ছাসেবক দল এবং পিস অ্যাম্বাসেডর, পিএফজি, মেহেরপুর সদর। তিনি বলেন, বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে ধর্মীয় সম্প্রীতির চর্চা করে আসছে। পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহনশীলতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান আরও জোরদার করতে হবে, যাতে কোনো ধরনের সহিংসতা সৃষ্টি না হয়।

অনুষ্ঠানে সায়্যেদাতুন নেসা নয়ন শান্তি ও সম্প্রীতি বিষয়ক ঘোষণাপত্র পাঠ করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বাবুল সূত্রধর দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশকে এমন সময়োপযোগী আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, অনেক সময় গুজব ও বিভ্রান্তিকর তথ্যের কারণে সহিংস পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তাই কোনো তথ্য নিশ্চিত না হয়ে তা বিশ্বাস বা প্রচার করা উচিত নয়। একই সঙ্গে আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা গেলে ধর্মীয় সম্প্রীতি আরও সুদৃঢ় হবে।

সভাপতির বক্তব্যে মো. ওয়াজেদ আলী খান বলেন, বিভিন্ন ধরনের বিভাজন ও বৈষম্য সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করে। তাই জাতি, ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য দূর করে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহমর্মিতা ও সম্প্রীতির সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে।

বক্তারা আশা প্রকাশ করেন, এ ধরনের আন্তঃধর্মীয় সংলাপ সমাজে সহনশীলতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

জুলাই শহীদ দিবসে মেহেরপুরে বিএনপির শ্রদ্ধা নিবেদন

ঐতিহাসিক জুলাই শহীদ দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে জুলাই স্মৃতিস্তম্ভে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে বিএনপি ও এর অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

বৃহস্পতিবার সকালে শহরের কলেজ মোড়ে অবস্থিত জুলাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে এ শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে জুলাই শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

এ সময় পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক ভিপি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসসহ জেলা বিএনপি ও এর অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন

মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী কার্যালয় চত্বরে ফলজ ও বনজ গাছের চারা রোপণের মাধ্যমে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. তোজাম্মেল হোসেন। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে সারাদেশে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সেই কর্মসূচির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ এবং শিক্ষার্থীদের বেশি বেশি বনজ ও ফলজ গাছ রোপণে উদ্বুদ্ধ করতেই এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে উপাচার্য ড. তোজাম্মেল হোসেন বলেন, সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সারাদেশে বৃক্ষরোপণের একটি চমৎকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এ উদ্যোগের মাধ্যমে একদিকে যেমন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা হবে, অন্যদিকে দেশের সবুজায়ন বৃদ্ধি, পরিবেশ সংরক্ষণ ও সৌন্দর্যবর্ধনের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রজাতির ফুল, ফল, বনজ ও ঔষধি গাছ রোপণ করা হচ্ছে।

তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, “প্রত্যেকে যদি একটি করে গাছের চারা রোপণ করি, তাহলে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা পাবে। পাশাপাশি আমাদের পুষ্টির চাহিদা পূরণ হবে এবং বনজ গাছের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কাঠের সরবরাহও বৃদ্ধি পাবে।”

তিনি সবাইকে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি সফল করতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

গাংনীতে কসবা ব্লাড ব্যাংক জনকল্যাণ সংস্থার বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

একটি গাছ, একটি প্রাণ সবুজ হোক আমাদের ভবিষ্যৎ—এই স্লোগানকে সামনে রেখে কসবা ব্লাড ব্যাংক জনকল্যাণ সংস্থার উদ্যোগে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে ‘বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি-২৬।

বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) বেলা ১২টার দিকে কসবা ও ভাটপাড়ার পাঁচটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্থানীয় জনসাধারণের মাঝে চার শতাধিক ফলজ ও বনজ চারাগাছ বিতরণ করা হয়। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং সবুজ ও বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ার লক্ষ্যেই সংস্থাটি এই মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করে।

কর্মসূচি চলাকালে কসবা ব্লাড ব্যাংক জনকল্যাণ সংস্থার সভাপতি মোঃ রাসেল আহমেদ বলেন, “সবুজে ঘেরা একটি সুন্দর, নিরাপদ ও

বাসযোগ্য পরিবেশ গড়ে তুলতেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। আজকের লাগানো একটি গাছই আগামী প্রজন্মের জন্য নির্মল বাতাস, ছায়া ও সুস্থ পরিবেশের নিশ্চয়তা দিতে পারে।”

এছাড়াও সভাপতি সহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যদের সাথে নিয়ে এ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

চারাগাছ বিতরণ কার্যক্রমে সংস্থাটির সাধারণ সম্পাদক মো. সাগর ইসলাম, ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক সৌরভ, শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক মো. সাব্বির আহমেদ, সদস্য ফারুক, সিয়াম, সোহেল ও হুছাইনসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সংস্থাটির পক্ষ থেকে এই কার্যক্রমে যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন এবং যারা উৎসাহ জুগিয়েছেন, তাদের সবার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও দোয়া জানানো হয়েছে।

গাংনীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে কৃষকের মৃত্যু, আহত ২

মেহেরপুরের গাংনীতে সেচ পাম্পের (বোরিং) মোটরের ঘরে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে নুরাল হোসেন (৪৩) নামের এক কৃষকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় সেচ পাম্পের মালিকসহ আরও দুইজন গুরুতর আহত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) বিকেলে উপজেলার ধর্মচাকী গ্রামের একটি মাঠে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত নুরাল হোসেন ধর্মচাকী পশ্চিমপাড়ার আজিজুল হকের ছেলে। আহতরা হলেন সেচ পাম্পের মালিক সাইফুল ইসলাম ও কৃষক সাহারুল ইসলাম।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নুরাল হোসেন মাঠে নিজের গরুর জন্য ঘাস কাটতে গিয়েছিলেন। এ সময় পার্শ্ববর্তী সেচ পাম্পের মালিক সাইফুল ইসলাম তাঁর মোটরের ঘরে সিসি ক্যামেরা লাগানোর কাজ করছিলেন। একা কাজটি করতে অসুবিধা হওয়ায় তিনি মাঠে থাকা নুরাল

হোসেন ও সাহারুল ইসলামকে সাহায্যের জন্য ডাকেন। ক্যামেরা লাগানোর একপর্যায়ে অসাবধানতাবশত তাঁরা তিনজনই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। এতে ঘটনাস্থলেই নুরাল হোসেনের মৃত্যু হয়।

স্থানীয়রা আহত সাইফুল ও সাহারুলকে উদ্ধার করে দ্রুত চিকিৎসার জন্য গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ফারুক হোসেন জানান, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট নুরাল হোসেনকে হাসপাতালে নিয়ে আসার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

এ বিষয়ে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

মুজিবনগরে জুলাই শহীদ দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে যথাযোগ্য ভাবগাম্ভীর্য ও মর্যাদার মধ্য দিয়ে আজ বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) ‘জুলাই শহীদ দিবস ২০২৬’ উপলক্ষে এক বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে আয়োজিত এই আলোচনা সভায় উপজেলার ভারপ্রাপ্ত নির্বাহি অফিসার আবু শাহমা এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন,মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ উত্তম কুমার দাস, জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, মুজিবনগর উপজেলা জামাতের আমির খানজাহান আলী,মেহেরপুর জেলা এন সি পি এর যুগ্ন সমন্বয়ক আরিফ খান,মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সী ওমর ফারুক প্রিন্স, মুজিবনগর উপজেলায় এন সি পি এর সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান সহ প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে জুলাই বিপ্লবের বীর শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং তাঁদের ত্যাগের মহিমাকে স্মরণ করেন।

শহীদ দিবসের আলোচনা সভায় বক্তারা ২০২৪ সালের জুলাই বিপ্লবের পটভূমি, ছাত্র-জনতার অভূতপূর্ব আত্মত্যাগ এবং একটি নতুন, বৈষম্যহীন ও স্বৈরাচারমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণে এই দিবসের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

সভায় আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ স্ব-স্ব বিষয়ের ওপর গুরুত্বপূর্ণ ও দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত), আবু শাহমা সভাপতির বক্তব্যে বলেন, “মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন সর্বদা সাধারণ মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত। আজকের এই মহান দিবসে আমরা জুলাই বিপ্লবের সকল বীর শহীদ ও আহতদের গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। সরকারি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে এবং একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি করতে আমরা বদ্ধপরিকর। মুজিবনগরকে একটি মডেল উপজেলা হিসেবে গড়ে তুলতে আমরা সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ উত্তম কুমার দাস, আইন-শৃঙ্খলার বিষয়ে আলোকপাত করে তিনি বলেন, “পুলিশ এখন থেকে জনগণের প্রকৃত বন্ধু ও সেবক হিসেবে কাজ করবে। অতীতের সকল গ্লানি মুছে ফেলে আমরা একটি সুন্দর, অপরাধমুক্ত ও নিরাপদ মুজিবনগর উপজেলা উপহার দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। জুলাইয়ের চেতনাকে ধারণ করে আমরা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চাই। কোনো অপরাধী বা অন্যায়কারীকে ছাড় দেওয়া হবে না।”

মেহেরপুর জেলা বিএনপি,র সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক, আব্দুর রশিদ তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন, “বহু ত্যাগ ও রক্তের বিনিময়ে আমরা দীর্ঘদিনের স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটিয়েছি।

এই অর্জিত স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের সকলের। শহীদদের স্মৃতিকে চিরজাগরূক রাখতে হবে। এখন আমাদের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত একটি গণতান্ত্রিক, জবাবদিহিতামূলক ও টেকসই শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলা, যেন ভবিষ্যতে আর কোনো স্বৈরাচার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে।”

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামি,মুজিবনগর উপজেলা আমীর মাও: খানজাহান আলী বলেন, “জুলাইয়ের ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান ছিল মজলুমের ওপর জালেমের বিরুদ্ধে মহান আল্লাহর এক পরম ফয়সালা। আমাদের তরুণ প্রজন্ম বুক পেতে গুলি গ্রহণ করে দেশে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার

প্রতিষ্ঠার যে পথ তৈরি করে দিয়ে গেছে, তা ইতিহাসের স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এখন সময় এসেছে একটি সুন্দর, কলুষমুক্ত ও দুর্নীতিহীন সমাজ গঠন করার, যেখানে প্রতিটি নাগরিক তাঁর মৌলিক অধিকার ফিরে পাবেন।”

মেহেরপুর জেলা এনসিপির যুগ্ম সমন্বয়কারী,, আরিফ খান তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, “আজকের এই ১৬ জুলাই আমাদের জাতীয় জীবনের অন্যতম স্মরণীয় দিন। জুলাই বিপ্লবে আমাদের যেসকল তরুণ ছাত্র-জনতা বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে স্বৈরাচারের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করেছেন, তাঁদের ঋণ কোনোদিন শোধ করা যাবে না। শহীদদের স্বপ্নের বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ে তোলাই হবে তাঁদের প্রতি আমাদের প্রকৃত শ্রদ্ধাঞ্জলি। আসুন, নতুন বাংলাদেশ গড়ার এই লড়াইয়ে আমরা সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করি।”

জুলাই শহিদ দিবস ২০২৬ উপলক্ষে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: আসাদুজ্জামান, উপজেলা কৃষি অফিসার আব্দুল মোমিন,মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সী ওমর ফারুক প্রিন্স মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রী কলেজের সহকারী অধ্যাপক সাজ্জাদ হোসেন,বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী আহসান আলী খান, এন সি পি এর মুজিবনগর উপজেলা সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান,গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় এর প্রধান শিক্ষক জহুরুল ইসলাম, রামনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আমিনুর রহমান মুজিবনগর উপজেলা ইমাম সমিতির সভাপতি মোও: তৌহিদ হোসেন।

আলোচনা সভার শেষাংশে জুলাই বিপ্লবের সকল শহীদের আত্মার মাগফিরাত এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করে বিশেষ মোনাজাত ও দোয়া পরিচালনা করা হয়। সভায় স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং সর্বস্তরের সাধারণ জনতা উপস্থিত ছিলেন।

নানা আয়োজনে জুলাই শহীদ দিবস

পালিত

মেহেরপুরে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে জুলাই শহীদ দিবস পালিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল ৯টায় শহরের কলেজ মোড়ে অবস্থিত জুলাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। পরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়। জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়।

এ সময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তারিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম শাখাপি ইবনে সাজ্জাদ, জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) বাবলু সূত্রধর এবং সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবিরসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা উপস্থিত থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

পরে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি), বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, স্কুল-কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, সামাজিক সংগঠন এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ জুলাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে জুলাই শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুরে কাঁটাতারের ছায়ায় ১৪ শিশুর স্কুল

কাঁটাতারের বেড়া শুধু একটি দেশের সীমানা ভাগ করেনি, বদলে দিয়েছে একটি গ্রামের ভবিষ্যৎও। যে নবীনগর একসময় ছিল শত শত পরিবারের

সময় দুই শতাধিক পরিবার কাঁটাতারের ওপারে চলে যায়। তারপর থেকেই স্কুল ফাঁকা হতে শুরু করে।

প্রধান শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম বলেন, ‘বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী কম হলেও সরকারি নিয়ম অনুযায়ী দুই শিফটে ক্লাস নিতে হয়। বর্তমানে পাঁচজন শিক্ষক কর্মরত আছেন। তবে একজন মাতৃত্বকালীন ছুটিতে এবং আরেকজন ডেপুটেশনে পরীক্ষণ বিদ্যালয়ে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি আরও বলেন, সরকারের নীতিমালা অনুযায়ী ৫০ জনের কম শিক্ষার্থী রয়েছেÑ এমন বিদ্যালয়গুলোকে নিকটবর্তী বিদ্যালয়ের সঙ্গে সমন্বয়ের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এই বিদ্যালয়টি যদি তিন কিলোমিটার দূরের অন্য বিদ্যালয়ের সঙ্গে সমন্বয় করা হয়, তাহলে এই গ্রামের শিশুরা কার্যত বিদ্যালয়বিমুখ হয়ে পড়বে। সীমান্ত এলাকার বাস্তবতা বিবেচনা করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস থেকে বিভাগীয় উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা বরাবর পাঠানো ‘৫০ জনের কম শিক্ষার্থী রয়েছেÑ এমন বিদ্যালয়ের তালিকায় নবীনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও উল্লেখ করা হয়েছে, এটি সীমান্তবর্তী বিচ্ছিন্ন এলাকা হওয়ায় আশপাশে অন্য কোনো গ্রাম নেই এবং সে কারণেই শিক্ষার্থী সংখ্যা কম।

অনুসন্ধানে জানাগেছে- মেহেরপুর জেলায় তেরঘরিয়া আশ্রয়ণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২৯ জন এবং গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪৬ জন শিক্ষার্থী নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে পাঠদান চলছে। আবার মেহেরপুর শহরের ভৈরব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ভবানন্দপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কালীগাংনী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাগজে-কলমে ৫০-এর বেশি শিক্ষার্থী দেখানো হলেও বাস্তবে শিক্ষার্থী অনেক কম বলে প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের একটি সূত্র নিশ্চিত করেছেন।

মেহেরপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সুকুমার মিত্র বলেন, যেসব বিদ্যালয়ে ৫০ জনের কম শিক্ষার্থী রয়েছে, সেগুলো নিকটবর্তী বিদ্যালয়ের সঙ্গে সমন্বয়ের সরকারি সিদ্ধান্ত আছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা এলে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কিন্তু সীমান্তের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় যেন একটি ব্যতিক্রম। এখানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কম, কারণ মানুষ কমে গেছে; মানুষ কমেছে কাঁটাতারের কারণে। তাই নবীননগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের

অস্তিত্বের প্রশ্নটি শুধু একটি বিদ্যালয় রক্ষার নয়, বরং সীমান্তের শিশুদের শিক্ষার অধিকার রক্ষারও। সংখ্যার অঙ্কে হয়তো এই স্কুল ছোট, কিন্তু সীমান্তের মানুষের কাছে এটি একটি গ্রামের শেষ আলোর প্রদীপ।

কোচিং শিক্ষক রজবের বিরুদ্ধে অনৈতিক আচরণের অভিযোগ

মেহেরপুরে রজব টিউটোরিয়াল নামের একটি প্রাইভেট কোচিং সেন্টারের স্বত্তাধিকারী আর এইচ রজবের বিরুদ্ধে ছাত্রীদের সঙ্গে অনৈতিক আচরণ, অপ্রীতিকর স্পর্শ, চাকরির প্রলোভন দিয়ে অশোভন আচরণ এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছাত্রীদের সঙ্গে অশালীন বার্তা আদান-প্রদানের অভিযোগ উঠেছে।

অভিযুক্ত শিক্ষকের কোচিং সেন্টারের প্রাক্তন একাধিক শিক্ষার্থী এ অভিযোগ করেছেন। অভিযুক্ত শিক্ষক আর এইচ রজব, মেহেরপুর সদর উপজেলার মনোহরপুর গ্রামের আবু বক্করের ছেলে। তবে তাঁকে নিয়ে এ ধরণের তথ্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েলে সুচতুর রজব সদর থানায় একটি জিডি করে রেখেছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক এসএসসি পরীক্ষার্থী অভিযোগ করে বলেন, ওই শিক্ষকের কাছে পড়ার সময় তিনি অনাকাঙ্ক্ষিত শারীরিক স্পর্শের চেষ্টা করেছেন। একই ধরনের অভিজ্ঞতার শিকার আরও কয়েকজন শিক্ষার্থী রয়েছেন বলেও তিনি দাবি করেন।

আরেক প্রাক্তন শিক্ষার্থী বলেন, “চার থেকে পাঁচ মাস আগে আমি রজব স্যারের কাছে প্রাইভেট পড়তাম। পড়ানোর সময় রজব স্যার খুব সূক্ষ্মভাবে গায়ে হাত দিতেন। প্রথম প্রথম আমি মনে করতাম, এটা স্বাভাবিক; হয়তো ভুলবশত হাত লাগছে। কিন্তু পরে একদিন পড়া শেষ করে চলে যাওয়ার সময় স্যার আমাকে বলেন, ‘একটু দাঁড়াও, কথা আছে।’ পরে কিছু বুঝে ওঠার আগেই তিনি আমার বুকে হাত দেন। তখন মানসম্মানের ভয়ে এবং স্যার নিজেও ভয়-ভীতি দেখাতেন বলে আমি কাউকে বিষয়টি বলতে পারিনি।”

এক প্রাক্তন ছাত্রের বড় বোন অভিযোগ করে বলেন, “একজন ছাত্রীকে একা পেয়ে তিনি রুম লক করে দেন। পরে রজব স্যার আমার বোনের সঙ্গে অপ্রীতিকর স্পর্শ করেন। সুযোগ পেয়ে আমার ছোট বোন আমাকে ফোন দেয়। আমি আশপাশেই ছিলাম, তাই গিয়ে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসি। তখন মানসম্মানের ভয়ে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।”

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আরেকজন অভিযোগ করে বলেন, কোচিং সেন্টারে চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে ওই শিক্ষক তাকে অনৈতিক প্রস্তাব দিতেন। আপত্তিকর প্রস্তাব দেওয়ার পর তিনি তাকে ব্লক করে দেন। তিনি আরও দাবি করেন, এমন অনেক শিক্ষার্থী রয়েছে, যারা ভয়ে বা সংকোচে বিষয়টি কাউকে বলতে পারে না। এছাড়া, তিনি কিশোরী (টিনএজ) শিক্ষার্থীদেরও প্রেমের প্রস্তাব দিতেন বলে অভিযোগ করেন।

এছাড়া গত কয়েকদিন ধরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভিন্ন স্ক্রিনশট ছড়িয়ে পড়েছে। বিষয়টি নিয়ে এলাকাজুড়ে আলোচনা- সমালোচনা চলছে। স্ক্রিনশটগুলোতে স্যারের আইডি থেকে করা অসামাজিক মন্তব্য এবং কুরুচিপূর্ণ বার্তা আদান-প্রদানের দাবি করা হয়েছে।

এদিকে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া কিছু স্ক্রিনশটে ওই শিক্ষক ও একজন শিক্ষার্থীর মধ্যে অশালীন কথোপকথনের দাবি করা হয়েছে। তবে এসব স্ক্রিনশটের সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

বিষয়টি নিয়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। তারা ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে সত্য উদঘাটন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

তার কোচিংয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী আব্দুল্লাহ আল মারুফ বলেন, “স্যারকে দেখে কখনোই সুবিধার মনে হতো না। এছাড়াও অনেক মেয়ে তার বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ তুলেছে।”

মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, আর এইচ রজব ২০২২ সালে গাংনীর সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজে পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। পরে ২০২৩ সালের শেষের দিকে একই ধরনের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে স্কুল কর্তৃপক্ষ তাকে অব্যাহতি দেয়।

তবে শিক্ষার্থীদের সামাজিক সম্মানের কারণে তাদের নাম ও পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি, তাদের প্রত্যেকের অডিও ক্লিপ মেহেরপুর

প্রতিদিনে সংরক্ষিত রয়েছে।

অভিযুক্ত শিক্ষক আর এইচ রজব প্রথমে অভিযোগগুলো অস্বীকার করলেও পরে তথ্য-উপাত্ত দিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি চুপ করে থাকেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বিষয়গুলো সম্পর্কে তিনি বলেন, “ফেসবুকে যা ছড়িয়েছে, সেগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

এসবের সঙ্গে আমার কোনো সম্পৃক্ততা নেই। অভিযোগ তো অনেকেই করতে পারে, কিন্তু যারা আমার কাছে পড়েছে, তারা আমার সম্পর্কে জানে। আমার কোনো শিক্ষার্থী এ ধরনের অভিযোগ করছে এটি আমি মেনে নিতে পারছি না। আমার বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগই সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।”